ব্রহ্মাকন্যা মৃত্যু

মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে প্রজা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে তখন পৃথিবী সেই ভার সহ্য করিতে অসমর্থ হইতেছেন দেখিয়া পৃথিবীর ভার হরণের জন্য কি প্রকারে প্রজাসংহার করা যায়, সেই উপায়ের চিন্তা করিতে করিতে কোনো উপায় স্থির করিতে না পারায় তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন হইল। সেই ক্রোধ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া তখন প্রজা সমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া মহাদেব অতীব দুঃখিত হৃদয়ে ব্রহ্মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মার স্বসৃষ্ট প্রজাগণকে দগ্ধ না করিয়া রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাদেবের অনুনয় শ্রবণে ব্রহ্মা তখন বলিলেন, ''এত প্রজা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ধরিত্রী সেই ভার সহন করিতে পারিতেছেন না; এই কারণে পৃথিবী আমাকে কাতর প্রাণে প্রার্থনা জানাইলে তখন তাঁহার ভার লাঘবের জন্য প্রজা সংহারের আবশ্যক হইয়াছে।'' ইহা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন,''আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন, প্রজাগণের প্রতি প্রসন্ন হউন, তা না হইলে যে চরাচর জগৎ আপনা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সেই চরাচর জগতের সব কিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত চরাচর জগতের হিতার্থ এক্ষণে আপনি সংহারের জন্য অন্য কোন উপায় চিন্তা করুন, যাহাতে প্রজারা যেন একেবারেই বিনাশ না হয়, উহারা যাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনরায় জন্মিতে পারে, এইরূপ উপায় করুন।''

মহাদেবের প্রার্থনা শুনিয়া ব্রহ্মা তখন ক্রোধ সম্বরণ করত মন ও বাক্ সংযত করিয়া অগ্নিকে নিজ অন্তরে সমাহিত করিয়া লইলেন। তৎপরে প্রজাগণের জন্ম ও মৃত্যুর অন্য প্রকার নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। ব্রহ্মা যখন অগ্নিকে উপসংহার করিলেন ঠিক সেই সময়ই তাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে পিঙ্গলবসন কৃষ্ণনয়না দিব্যকুণ্ডল সম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূত হইয়া দক্ষিণ দিশায় গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ও মহাদেব উভয়েই তাঁহাকে দেখিলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে ''মৃত্যু'' নামে সম্বোধন করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন ও বলিলেন — ''তুমি এই প্রজাসমূহকে বিনাশ কর; প্রজাগণের বিনাশার্থই আমি তোমাকে আবাহন করিয়াছি। তুমি আমার নির্দেশানুসারে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকল প্রজাকেই বিনাশ কর, ইহাতে তোমার পরম কল্যাণ হইবে।'' কমলমালাধারিণী মৃত্যুদেবী ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিতা হইয়া অবিরত অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মাও মনুষ্যগণের কল্যাণের জন্য দুই হস্তের দ্বারা মৃত্যুদেবীর অশ্রুধারণ করিলেন। তখন মৃত্যুও স্বীয় দুঃখভার সম্বরণ করিয়া বলিলেন — ''হে প্রজাপতে! আপনি আমার ন্যায় কোমল হৃদয়া নারী কেন উদ্ভুত করিলেন? আমার মত নারী সকল প্রাণীগণের প্রতি এইরূপ ভয়ঙ্কর ও ক্রুরতাপূর্ণ কর্ম করিতে পারে কি? আমি অধর্মকে ভয় করি সেই কারণে

আপনি আমাকে ধর্ম কার্য্য করিবার আদেশ করুন। আমি নিরপরাধ বালক, বৃদ্ধ ও তরুণ প্রাণীগণের প্রাণ হরণ করিতে পারিব না। আমি যখন লোকের প্রিয় পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, মাতা বা পিতাকে বিনাশ করিব তখন উহারা আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে। এজন্য সেই দুঃখীজনের শোকাগ্নিতে আমাকে চিরকাল দগ্ধ হইতে হইবে এবং নরকভোগ করিতে হইবে। হে পিতঃ! পাপাচারী ব্যক্তিগণ যমালয়ে গিয়া নরক যাতনা ভোগ করে; অতএব আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমায় কৃপা করুন। এক্ষণে আপনার প্রসন্নতার জন্য কোথাও গিয়া তপস্যা করিব এইরূপ সংকল্প করিয়াছি।''

ব্রহ্মা বলিলেন — ''মৃত্যু, প্রজাগণের সংহারের নিমিত্তই আমি তোমাকে সংকল্পপূর্বক সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব যাও, সমস্ত প্রজা সংহার কর, ইহাই আমার আদেশ ও নির্দেশ।''

ব্রহ্মা এই রকম বলিলে তখন মৃত্যু নির্বাক হইয়া করজোড়ে তাঁহার মুখের দিকে বিনীতভাবে চাহিয়া রহিলেন। তখন মৃত্যুর এইরূপ অবস্থা দর্শনে ব্রহ্মা ক্রোধ সম্বরণপূর্বক প্রসন্ন হইলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন মৃত্যুও প্রজাসংহার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি না দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং শীঘ্র গোতীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া দীর্ঘকাল দুশ্চর তপস্যা করিলেন। মৃত্যু এইরূপ অতি কঠোর তপস্যা করিলে ব্রহ্মা তথায় গিয়া পুনরায় মৃত্যুকে বলিলেন — ''হে মৃত্যু, তুমি আমার আদেশ পালন করো।''

মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য না মানিয়া তখন পুনঃ সুদীর্ঘকাল একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিলেন। এই তপস্যান্তে তিনি কিছুকাল মৃগগণের সহিত বনে বিচরণ করিলেন; তৎপরে কিছুকাল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলেন তদনন্তর উত্তম মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া জলে থাকিয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তদনন্তর মৃত্যু কৌশিকী নদীর তীরে গিয়া বায়ু ও জল আহার করিয়া কঠোর তপস্যা করিলেন। তারপরে মেরুপর্বতে ও গঙ্গাতীরে গমন করিয়া কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়মান হইয়া তপ করিলেন। ইহার পর যে স্থলে দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই হিমালয়ের শিখরে অঙ্গুষ্ঠে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিলেন। তখন ব্রহ্মা মৃত্যুর এই কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন — ''বৎসে! তুমি এত কি করিতেছ? এখন আমার আদেশ পালন কর।'' মৃত্যু বলিলেন -''হে দেব, আমি প্রজা সংহার করিতে পারিব না, আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আরও তপ করিব।'' তখন ব্রহ্মা বলিলেন — ''মৃত্যু, তুমি আমার আদেশানুসারে প্রজা সংহার করিলে তাহাতে অধর্ম হইবে না, আমার বাক্য সত্য জানিও। তোমার মধ্যে সনাতন ধর্ম প্রবিষ্ট হইবেন এবং আমি ও সমস্ত দেবতা সর্বদা তোমার হিত সাধনে নিযুক্ত থাকিব। তোমাকে আমি আরও একটি বর প্রদান করিতেছি যে প্রজাগণ ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হইয়া কলেবর ত্যাগ করিবে, সুতরাং তাহার জন্য তুমি দোষী হইবে না। তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষগণকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীগণকে নপুংসক হইয়া নপুংসকগণকে আক্রমণ করিবে।''

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে মৃত্যু কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন — ''প্রভো! আমি প্রজাসংহার করিতে পারিব না।'' ব্রহ্মা বলিলেন, ''তুমি প্রজা সংহার কর, তোমার যাহাতে অধর্ম না হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। তোমার যে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে তাহা আমি স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, সেই অশ্রুবিন্দু সকল যথাকালে ঘোর ব্যাধি স্বরূপ হইয়া প্রজাগণকে বিনাশ করিবে। প্রাণীগণের অন্তকালে তুমি একই সঙ্গে কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিবে। তুমি রাগদ্বেষশূন্য বলিয়া ঐরূপ করিলে তোমাকে অধর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না, অযুত ধর্মই প্রাপ্ত হইবে। অতএব তুমি স্বীয় অধিকার প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিয়া প্রজাসংহার কর।''

তখন মৃত্যু দেবী ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া প্রজাসংহার করিবার আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন। তদবধি প্রাণীগণের অন্তকাল উপস্থিত হইলে মৃত্যু কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা উহাদের মোহিত করিয়া প্রাণীগণকে বিনাশ করেন এবং ব্যাধির দ্বারা মনুষ্যগণের শরীর ক্ষয় হইয়া যায়।

(মহাভারত হইতে সংগৃহীত)

সংকলন — শ্রীশ্রীমা সর্বাণী